UG/HIST/403C-10 History of India (1757-1885)
Module I Semester = IV

Sumit Kumar Mondal (History)

প্রশ্ন:- মোঘল সাম্রাজ্য পতনের কারণগুলি আলোচনা কর — কোন কোন কারণের জন্য মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল ?

উঃ- কোন সাম্রাজ্যই চিরকাল টিকে থাকে না, প্রকৃতির নিয়মে তার পতন ঘটে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবেই মোঘল সাম্রাজ্যও বিশ্বশীর্ষের মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি, কালের নিয়মে তারও পতন ঘটেছিল। সাম্রাজ্যের বিশালতা, জনসংখ্যা, আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামরিক বলে যিনি মেতে সমগ্র বিশ্বের মধ্যযুগের ইতিহাসে মোঘল সাম্রাজ্য শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও ১৭০৭ সালে / খ্রীঃ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরথেকে মোঘল সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। এর পতনের কারণগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

১/ মোঘল সাম্রাজ্যের বিশালতা - ঐতিহাসিক উইলিয়াম আরভিন, স্মিথ, স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখগণ মোঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য সাম্রাজ্যের বিশালতাকে দায়ী দিয়েছেন। আকবরের আমলে যে সাম্রাজ্য বর্ধন নীতির সূচনা হয়েছিল, ঔরঙ্গজেবের আমলে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। তবে সাম্রাজ্যের ইতিহাসের দিকে দেখা গেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুন্নতির কারণে দিল্লি থেকে সাম্রাজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যতই দুরূহ হয়ে উঠল এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রায়ই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

সাম্রাজ্যের দল দলাদল ও ভাঙনকে ত্বরান্বিত হতে পারে। এই সময় ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী নামে তিনটি শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। ড. সতীশ চন্দ্র বলেছেন, এই ধরনের দলাদলি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সম্রাটের ও রাষ্ট্রের পক্ষে নিরাপত্তার ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকারক, কেননা এর ফলে সম্রাট দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়েছিল, রাষ্ট্র ক্রমশ বিপন্ন হয় ও ধ্বংস ত্বরান্বিত হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

ঘ) অর্থনৈতিক বিপর্যয়:- অর্থনৈতিক বিপর্যয়ও মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অন্যতম দায়ী ছিল। দরবারে বিশাল জাঁকজমক, রাজপরিবারে বিলাসিতা সম্রাটের স্ত্রীপুত্রাদের, অভিজাতদের উচ্চহারে বেতন, ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা ও সেনাবাহিনীকে বিশাল ব্যয়ভারের জন্য সাম্রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড (Moreland) মতে, "ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য দেউলিয়া হয়ে উঠে গিয়েছিল।"

ঙ) জায়গিরদারি সংকট:- ড. সতীশ চন্দ্রের মতে, সাম্রাজ্যের পতনে জায়গির দাবি সংকটের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মোগলযুগে বহু মনসবদার ছিল, যাদের বেতন পরিশোধে জায়গির দেওয়া হত। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে জায়গির দাবি ব্যবস্থা প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল, মনসবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, জায়গিরের উদ্ধারযোগ্য জমি কমে যায়। ফলে 'খালিসা' (সরাসরি রাজস্ব দেওয়া জমি) ও 'জায়গির' (পরোক্ষ আদায়কৃত রাজস্ব) এর মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছিল। জায়গির না পাওয়ার কারণে জায়গির পেয়ে নানান দুর্নীতি ও অন্যায়ের আশ্রয় নেয়, এর ফলে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হয়। এই বিদ্রোহগুলিকে মিনহাজ সম্রাটের পক্ষে
ভয়ের হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৭। উত্তরাধিকার সংকট :— মোঘলদের সম্পর্কে সমস্যা
ছিল উত্তরাধিকার আইন ছিল না, এই জন্য
মোঘল সম্রাটের মৃত্যু হলে পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন
উত্তরাধিকার নিয়ে গৃহযুদ্ধ দেখা দিত। এর ফলে
সাম্রাজ্য ধ্বংস হত, অর্থনৈতিক ক্ষতি হত, প্রজাদের
দুঃখ কষ্ট হত। ফলে সাধারণ লোকেরা তখন সম্পত্তি
বিনষ্ট হত। এর ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে মঙ্গলজনক ছিল না।

৮। দুর্বল উত্তরাধিকারী :— ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে সমস্ত
সম্রাট ছিল তারা সকলেই ছিল অযোগ্য,
অকর্মণ্য, ও বিলাসপ্রিয়, এই সব অলস অকর্মণ্য
ও কর্তব্যবিমুখ সম্রাটদের হাতে পড়ে মোঘল
সাম্রাজ্যের মূল শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে
গিয়েছিল। নাদির শাহের আক্রমণের পর মুঘল
সাম্রাজ্য বস্তুত একটি 'বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত লাশ
মাত্র দেহ' (a gorgeously dressed Corpse) ছাড়া
আর কিছু ছিল না।

৪। অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয় ও নৈতিকতা :— মোঘল
সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্তম্ভ ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। তারা
ছিলেন সদাসর্বদা, দম্ভ, ঔদ্ধত্য ও অনুন্নত, সম্রাটের
দুর্বলতার পরিপূরক হিসাবে কাজ করত।
ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোঘল রাজ পরিবারের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মোঘল অভিজাত
সম্প্রদায়ের মধ্যে চরম অবক্ষয় দেখা দেয়। স্যার
যদুনাথ সরকার বলেন যে, অভিজাতদের অবক্ষয়ের
জন্যই মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল (The Empire
fell because of the decline of the peerage)
সাম্রাজ্যের মঙ্গলের কথা চিন্তা করা না করে তারা
শুধু স্বার্থান্বেষী অভিজাতরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত

৭। কৃষক বিদ্রোহ:- ড. ইরফান হাবিব মহাশয়ের মতে, মোগল যুগের জমিদার ও কৃষকদের অবস্থাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মোগল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ। তাই মনে করা হয় জায়গীর দাবি বন্ধের ফলে আদায় বাধার বিনাশের মাধ্যমে 'ইজারাদার' নিয়োগ করতে বাধ্য হোন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য অন্যান্য শ্রেণী জমিদার ও কৃষকদের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

৮। সামরিক দুর্বলতা:- ইউরোপীয় ঐতিহাসিক উইলিয়াম আরভিন (William Irvine) বলেন যে, জায়গীর প্রথার অভাব মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী (যেমন আফগান, রাজপুত) নিয়ে মোগল সেনাবাহিনী গঠিত ছিল। ফলে ইংরেজ ও ইউরোপীয় শক্তির মোকাবিলা করতে পারেনি। ফলে ইংরেজ ও ইউরোপীয়রা সহজে বাণিজ্য পথে সফল হয়ে ওঠে এবং মোগল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ।

৯। জাতিগত দ্বন্দ্ব অভাব:- ড. ইরফান হাবিব বলেন মোগল আমলে জাতিগত দ্বন্দ্ব ছিল খুব কম। মোগল যুগে সামাজিক সংঘর্ষ, ধর্মীয় বিদ্বেষ, বর্ণবৈষম্য খুব কম ছিল। ফলে দেশ একটি অন্য কোন জাতি সার্বিক ভাবে একত্রিত হয়ে ওঠে।

১০। ঔরঙ্গজেবের ভুল নীতি:- ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্ত নীতিকে মোগল সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তিনি ইসলামিক ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। রাজপুত জাট, বুন্দেলা সত্যবাদী প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এছাড়া ছিল তাঁর ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্য নীতি।

১১। শিল্প বাণিজ্যের বিনাশ:- মোগল যুগে শিল্প ও বাণিজ্য উন্নতির অন্যতম হাতিয়ার। মোগল বন্দরগুলির দিকে তেমন কোন নজর দেয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, শিল্পে অধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণে অনীহা, বাণিজ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি শিল্প বাণিজ্যকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে।

১২। আত্মকলহ:- ঔরঙ্গজেব মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার যুদ্ধ, আত্মকলহ, ভ্রাতৃহত্যা, পিতাকে কারাগারে আবদ্ধ করা প্রভৃতি মোগল সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। সাম্রাজ্যের ভাবমূর্তি সর্বোচ্চ ধ্বংস করে দিয়েছিল।